দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

02

শিক্ষাঙ্গনে

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী নিয়ে সমস্যা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত তিনটি কৃষি কলেজে (বাংলাদেশ কৃষি কলেজ, পটুয়াখালী কৃষি কলেজ, দিনাজপুর কৃষি কলেজ) স্নাতক পর্যায়ে কৃষি অনুষদে চার বছরমেয়াদী বিএসসিএজি অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। এছাড়া কৃষি অর্থনীতি, পশু পালন, মৎস্য, পশু চিকিৎসা ও কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের অন্তর্ভুক্ত চার বছরমেয়াদী অনার্স কোর্স শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু রয়েছে।

বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরমেয়াদী অনার্স কোর্স চালু আছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরমেয়াদী অনার্স কোর্সে শিক্ষার্থীদের ৪৩০০ নম্বরের সিলেবাস শেষ করতে হয়, তাই বিএসসিএজি (অনার্স) ডিগ্রীকে মাস্টার্স ইকুইভ্যালেন্ট ধরা হয়, যা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মাস্টার্স ইকুইভ্যালেন্টের একটি সার্টিফিকেটও দেয়া হয়। উল্লেখ্য, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যাচেলর ডিগ্রীও মাস্টার্স সমমানের; যা সর্বত্র কার্যকর আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এটি নামেমাত্র। কারণ, চাকুরীর ক্ষেত্রে বিএসসি (অনার্স) ডিগ্রীধারীরা মাস্টার্স সমমান পাচ্ছে না। স্নাতকোত্তর যোগ্যতার ক্ষেত্রে ইকুইভ্যালেন্ট সার্টিফিকেট দিয়ে দরখাস্ত করলেও তাদের নামে কার্ড আসে না। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করলে বলা হয়, আমরা সম্মান চাই না, সরাসরি স্নাতকোত্তর ডিগ্রী চাই। ১৬শ' বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ডিগ্রীধারীগণ চরমভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। যেখানে বিএসসিএজি (অনার্স) পাস করে ছাত্র-ছাত্রীরা কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি কলেজসমূহে প্রভাষক পদে যোগ দিচ্ছে, সেখানে ১৬শ' বিসিএস-এ ইন্টামিডিয়েট কলেজসমূহে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তারা আবেদন করতে পারেনি। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে? ১৬শ' বিসিএস সরাসরি স্নাতকোত্তর ডিগ্রী চাওয়া হয়েছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিকট তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানিয়েও আজ পর্যন্ত এর কোন সুরাহা হয়নি।

—মোঃ আজিজুল হক অনু
১০৬, সিরাজউদ্দৌলা হল,
বাংলাদেশ কৃষি কলেজ,
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।